প্যারেন্টিং-এর আধুনিক পাঠশালা

বই	**প্যারেন্টিং-এর আধুনিক পাঠশালা**
লেখক	ড. হাসসান শামসি পাশা
ভাষান্তর	জমির মাসরুর
সম্পাদনা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন বানান পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

প্যারেন্টিং-এর আধুনিক পাঠশালা

ড. হাসসান শামসি পাশা

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

প্যারেন্টিং-এর আধুনিক পাঠশালা

ড. হাসসান শামসি পাশা

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৮৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com** -এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৩২০, UK $ 10, UK £ 8

PARENTINGER ADHUNIK PATHSALA

Writer : Dr. Hassan Samci Pasa

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, Underground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036405, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-9-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। একটি জাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে শিশুরা। আজ যারা শিশু তাদেরকে যদি আমরা সচেতন, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে বিকাশ লাভের সুযোগ করে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে তারা হবে এদেশের এক একজন আদর্শ, কর্মক্ষম, সুযোগ্য নাগরিক। এমন একসময় আসবে যখন তারা দেশের প্রতিটি সেক্টরে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দ্বীনকে, এ দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ যুগের নাম দিয়ে ধ্বংসের জীবাণু খুব সহজেই চারদিকে বিস্তার করছে।

রং-বেরঙের গল্প-ছড়ার বইও এখন হার মানছে ভিডিও গেমসের কাছে। কারো জন্মদিনে তাকে যদি বই উপহার দেওয়া হয় তখন সে বইটা হাতে নিয়েই মুখ কালো করে ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠছে "ওমা, এটা তো পড়ার বই! এটা দিয়ে আমি কী করব?" অর্থাৎ তার মনে বইয়ের প্রতি ভালোবাসাই গড়ে ওঠেনি। এই চিত্র তার একার নয়, প্রায় শিশুর কাছেই কার্টুন এবং ভিডিও গেমসের কারণে বই এখন অবজ্ঞার বিষয়। এর জন্য দায়ী আমাদের অভিভাবকরা। তাদের শিশুর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের অভাব, বইয়ের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যর্থতা, তাকে সঠিক পরিমাণে সময় না দেওয়া এবং তার সামনে মা-বাবার ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি বিষয় তার বিকাশে প্রভাব ফেলছে এবং তাকে নিয়ে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে।

আর তাই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। **ড. হাসসান শামসি পাশা** খুবই সূক্ষ্ম ভাবে এ

যুগের ভাবধারায় আদর্শ সন্তান গড়ার প্রতিবন্ধকতা ও তার প্রতিকার নিয়ে সাজিয়েছেন 'প্যারেন্টিং-এর আধুনিক পাঠশালা' বইটি।

বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, জীবন ধ্বংসকারী গেমস-এর সয়লাভের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কীভাবে আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়বেন।

বইটি অনুবাদ করেছেন **জমির মাসরূর**। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এটিই তার প্রথম অনুবাদ হলেও অনুবাদে তিনি প্রথম নয়। ইতিমধ্যে বাজারে তার আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের ভালোলাগা কুড়িয়েছেন। আশা করি এটিও পাঠককে মোহিত করবে, ইনশাআল্লাহ।

সম্পাদনা করেছেন **মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ**। সেই সাথে বরাবরের মতো এ বইয়েও বানান সমন্বয় করেছেন মেধাবী তরুণ **মাকামে মাহমুদ**। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি সুন্দর ও উপকারী করতে আমরা চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তারপরও কোনো ভুল বা অসুন্দর পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নিয়ে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সমীপে। শতকোটি দুরুদ ও সালাম মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারাকে। যিনি বলেছিলেন—আমার আর তোমাদের সম্পর্ক পিতাপুত্রের মতো।

আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিতে, ওয়াজে-মঞ্চে, বই-পুস্তক-ম্যাগাজিনে পিতা-মাতার অধিকার, তাদের সাথে সদাচারণ ও প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিয়ে আলাপসালাপ বেশ সরগরম। বিষয়টি বেশ ইতিবাচক হলেও ফলাফল তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। এর কারণ হিসেবে নিশ্চিন্তে যে-কথাটি বলে ফেলা যায় তা হলো—একজন সদাচারী, গুরুভক্ত, অনুগত, রুচিশীল সুসন্তান গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার অভাব। একজন সুসন্তান ও একটি সভ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারলে পিতা-মাতার অধিকার নিয়ে তেমন ভাবার প্রয়োজন পড়বে না। অথচ এখানেই এসে আমরা চরম দেউলিয়াত্বের শিকার। এর পেছনে বড় কারণ হলো—সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে গবেষণা ও চর্চা না থাকা। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও প্রগতির যুগে বিষয়টি চরম এক সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সংকট থেকে উদ্ধারে প্রথিতযশা মনস্তত্ত্ববিদ ড. হাসসান শামসি পাশা আয়োজন করেছেন মননশীল এক পাঠশালা। বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের ভূমিকায় বিস্তর আলাপ করেছেন। প্যারেন্টিং-এর পাঠশালার দু-পাঁচটা ক্লাসের প্রয়োজনীয়তাও তিনি বেশ মুগ্ধকর বাক্যশৈলীতে উপস্থাপন করেছেন। মূল বইয়ে তিনি শুরু করেছেন নবজাতকের প্রতিপালন দিয়ে এবং শেষ করেন 'বয়ঃসন্ধিকালে' গিয়ে। বইটির বিশেষ আকর্ষণ হলো— মনস্তত্ত্ববিদ্যার আলোকে আধুনিক সব

সমাধান। জমা করেছেন বিশ্বের নামকরা মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব-গবেষণা। এ জায়গাটিই বইয়ের অনন্যতা। যেটা অন্য কোথাও হয়তো পাওয়া যাবে না। আধুনা সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান আধুনিক না হলে তার কার্যকারিতার ব্যাপারে তেমন আশাবাদী হওয়া যায় না। পাশাপাশি দিক-নির্দেশনামূলক বই হলেও লেখক তার সাবলীল ও মননশীল কারুকার্যের মাধ্যমে পাঠকের মননে সাহিত্যরস জোগাতে সক্ষম হয়েছেন।

এবার আসি অনুবাদের কথায়। আধুনিক সব তত্ত্বের সমাহার ঘটাতে লেখক সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন আরবি-ইংরেজি ভাষার অসংখ্য বই-পুস্তক ও গবেষণাপত্রের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি বইয়ের রেফারেন্স দিতে গিয়ে আরবি অনুবাদকৃত বইয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানেই ঘটেছে বিপত্তিটা। কোথাও হয়েছে ইংরেজি লেখকের নামের বিকৃতি কোথাও তত্ত্বের, কোথাও তথ্যের পরিবর্তন। এজন্য আমরা প্রতিটি রেফারেন্সের ক্ষেত্রেই মূলের সাথে মিলিয়ে সঠিক তত্ত্ব এবং তথ্য বের করে আনার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি নামের উচ্চারণ ঠিক রাখার জন্য বাংলা উচ্চারণ লিখে ব্রাকেটে ইংরেজি বা আরবি উচ্চারণটিও উল্লেখ করে দিয়েছি।

প্রয়োজনীয় পরিভাষা অনুবাদ করার পর ব্রাকেটে ইংরেজিতে শাস্ত্রীয় পরিভাষাটাও লিখে দিয়েছি। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বিস্তারিত জানার প্রয়োজন মনে করে সেগুলোর লিংক যুক্ত করে দিয়েছি। সবগুলো হাদিসের তাখরিজ সম্ভব না হলেও অধিকাংশ জায়গায় তাখরিজ করা হয়েছে। তাখরিজে কুতুবে সিত্তাহর ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নম্বর এবং তাবরানির ক্ষেত্রে সিলসিলাতুল আলবানির নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে—বইয়ে টেলিভিশন ও ভিডিও কার্টুনের ব্যাপারে সমর্থনমূলক যেসব আলোচনা করা হয়েছে অনুবাদক সেসব বিষয়ে একমত নন। এর দায়ভার সম্পূর্ণ লেখকের। অনুবাদক এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কারো কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে বিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শ কাম্য।

বইটির কাজ সুন্দর ও নির্ভুলভাবে সমাপ্ত করার পেছনে যেই মানুষটির অবদান স্বীকার না করলে বড্ড অপরাধ হয়ে যাবে তিনি হলেন প্রিয় মাহদি ভাই। অনুবাদে নবীন হওয়ায় বার বার তাকে বিরক্ত করতে হয়েছে।

শতব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। মুহাম্মদ পাবলিকেশনের কর্ণধার মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাইয়ের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা। তাড়া দিয়ে জলদি কাজটা আদায় করে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা উভয়ের লেখালেখি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেন।

শেষকথা হলো—এটি একটি মানবীয় প্রচেষ্টামাত্র। ভুল-ত্রুটি মানুষের সহজাত স্বভাব। তাই আমাদের বইটিতে ভুল-ত্রুটি, অসংগতি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যেকোনো সমস্যা দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। আমরা সহাস্য বদনে গ্রহণ করে নেব। অযথা-অনর্থক সমালোচনা পরিহার করাই কাম্য।

—জমির মাসরূর

ভূমিকা

সন্তান লালন-পালন এমন একটি শাস্ত্র, জীবনের কোনো না কোনো সময় অধিকাংশ মা-বাবার কাছে তা হয়ে ওঠে এক দুর্বোধ্য পাঠ। চোখের রুমাল বেঁধে হাতড়ে পাতড়ে খুঁজে বেড়ান এ শাস্ত্রের সহজ সহজ সূত্রাবলি।

ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন—

'সন্তানেরা হলো মুক্তোদানা।'

একথার পিঠে বলতে মনে চায়—

'আর আমাদের অধিকাংশ অভিভাবক হচ্ছেন 'কামার বা লৌহকর্মকার।'

সন্তানদের আগে অভিভাবকদেরই এখন দিকনির্দেশনা ও নসিহতের বেশি প্রয়োজন।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সন্তান প্রতিপালনে পারিবারিক পদক্ষেপের গুরুত্ব প্রকাশ করে বলেন—

'অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানের চারিত্রিক অধঃপতন পিতার অধোপতিত চরিত্রেরই প্রভাব। তারা সন্তানদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখেন। দ্বীনের ফরজ, সুন্নাত, ওয়াজিব শেখানোর ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপই করেন না। যার ফলে কলি থেকেই তারা বিষাক্ত পঁচন নিয়ে বড় হতে থাকে। জীবনটা নিজেরও কাজে লাগে না। অন্যের জন্যও তারা কিছু করতে পারে না। নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর বড় হয়ে পিতামাতার যন্ত্রণায় পরিণত হয়। কোনো কোনো সন্তান তো বাবা-মায়ের গায়ে অভিযোগের তির ছুড়ে নিন্দে করে বলে—'ছোটবেলায় তোমরা

আমাদের হক নষ্ট করেছো। আজ আমিও তোমার হক নষ্ট করছি। আমার জীবন তোমরা শৈশবেই শেষ করে দিয়েছো। আজ বুড়ো বয়সে তোমাদেরকে জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিচ্ছি।'[১]

গবেষকদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এটাই যে—প্রথম বয়সের প্রভাব মানুষের পুরো জীবনজুড়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে। আপনার আচার-ব্যবহারই সন্তানের অনুভূতি ও রুচিশীলতার ভিত। সুতরাং যদি তার অনুভূতিতে ভালোবাসা ও আন্তরিকতাবোধ জাগ্রত করে দিতে পারেন; তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন 'তুমি তো একজন ভদ্র ছেলে' তাহলে দেখবেন সে নিজে থেকেই একধরনের আত্মসম্মানবোধ অনুভব করতে পারবে।

বিপরীতে তার ব্যাপারে আপনি যদি অধৈর্য হয়ে যান। দিন-রাত তাকে রাগ,নিন্দে-তিরস্কারের ওপরেই রাখেন তার নিজের কাছেই মনে হবে—আসলেই আমি একটা খারাপ ছেলে। তার জীবনগুল্ম এ ভাবনার পিঠেই লতিয়ে লতিয়ে বাড়তে থাকবে। শেষমেশ হতাশা আর নিরাশার গ্রাসে পরিণত হয়ে অধঃপতনের গহ্বরে নিপতিত হবে। অবাধ্যতা আর বখাট্য তার নিত্যকর্মে পরিণত হবে।

এজন্য তাকে যখন অযাচিত কোনো কাজ করতে দেখবেন—সংশোধনের ক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে দিন তুমি কিন্তু দোষী না বরং তোমার এই পদ্ধতিটা ভুল হচ্ছে। অন্যলোকের মতো তুমিও খারাপ এজন্য করছো এমনটা নয়; বরং তুমি তো অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। তবে এ কাজটা এভাবে করা ঠিক হচ্ছে না। মোটকথা তার ব্যক্তিসত্তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না। বরং কাজটাকে মন্দ হিসেবে তুলে ধরুন।

সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সংশোধনের সময় সন্তানের অনুভূতি ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ রেখে কোমলতা ও আন্তরিকতার সন্নিবেশ কীভাবে করা যায় সেই প্রচেষ্টাই করে যেতে হবে। পাশাপাশি শাসন অনুশাসন সব হতে হবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে। সুতরাং গতকাল যে বিষয় নিয়ে তাকে তিরস্কার করেছেন আজকে একই বিষয়ে তাকে প্রশংসায় ভাসালেন, গতকাল একটা কাজে খুব প্রশংসা করেছেন আজকে সে কাজে বিরক্তির প্রকাশ করলেন, যে কাজ থেকে সন্তানকে নিষেধ করেছেন এমন কাজে নিজেই কখনও লিপ্ত হয়ে পড়লেন—এমনটা মোটেই করা যাবে না।

[১] তুহফাতুল মাওলুদ বি আহকামিল মাওলুদ—লি ইবনিল কাইয়িম। পৃষ্ঠা : ১৩৯।

আরেকটা কথা হলো—ভালোবাসা ছাড়া কখনো শাসন হয় না। তাই সন্তানদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুন; তবে কৌশলে। অন্তরঙ্গতা বা বন্ধুত্বের মানে এই নয় যে ঘরে-স্কুলে সবখানে কর্তৃত্বপ্রবণ হয়ে উঠবে। দেখুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের কত ভালোবাসতেন, কতটা অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের সাথে মিশে যেতেন। অথচ এই ভালোবাসা কোনো বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতো না। জিহাদের ময়দানে শিথিলতার সুযোগ করে দিত না। সুতরাং অভিভাবকদের প্রতি আমার নিবেদন—অনর্থক অপ্রয়োজনীয় নিন্দে-তিরস্কার থেকে বিরত থাকুন। সন্তান কোনো মেশিন নয় যে—সুইচ দিলেই আপনার মনমতো চলতে শুরু করবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চারা কথা শোনে না, এর সাথে ওর সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে বেড়ায়—এদেরকে নিয়ে মায়েরা পড়ে যান বড্ড বিপাকে। অসহ্য হয়ে বলে ফেলেন— 'দাঁড়া! তোর বাবা আসুক! তোর বিচার তোর বাবাকে দিয়ে করাতে হবে।'

এদিকে সন্ধ্যাবেলায় বাবা এলেন সারাদিনের ধকল সেরে। শরীরটা ক্লান্ত। দরকার এখন রেস্ট। রেস্ট তো গেলই উলটো বাচ্চার মা এসে খুলে বসেছে অভিযোগের ঝাপি—

'ধরো! তোমার ছেলে তুমি সামলাও! ওর দুষ্টুমি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি যা পার করো।'

সন্তানের অবাধ্যতায় নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই করতে পারেন। সন্তানের জন্য বেশি বেশি দুআ করুন। হাদিসে এসেছে—

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'পাপের কারণে রিজিক কমে যায়। কেবল দুআই পারে তাকদির পরিবর্তন করতে। সদাচারণই হায়াত বৃদ্ধির একমাত্র কৌশল।'[২]

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'তোমরা নিজেদের জন্য বদদুআ করো না। সন্তানদেরও অভিশাপ দিয়ো না।'[৩]

---

[২] মুসনাদে আহমাদ—৫/২৭৭

দাউদ আলাইহিস সালাম বলেন—

'হে আল্লাহ, আপনি যেমন আমার অভিভাবক, আমার সন্তানের জন্যও অভিভাবক হয়ে যান। দাউদ আলাইহিস সালামের এই দুআ শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহি পাঠালেন—

'তোমার সন্তানকে বলে দাও, সে যেন তোমার মতোই আমার বান্দা হয়ে যায়। তাহলে আমি তার হয়ে যাব যেমন তোমার আছি।'[৩]

সুতরাং আপনার সন্তানের হাত ধরে নিয়ে হাঁটতে থাকুন প্রিয় প্রভুর খোঁজে। মহান রবের মুহাব্বত এবং তাঁর রাসুলের ভালোবাসার আলোড়ন তুলে দিন তার হৃদয়জগতে। খোদাভীতির বীজ গেঁড়ে দিন তার উর্বর কলবে। সে যেন আপনার বৃদ্ধ বয়সে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে। তার উপকরণটুকু এখনই তাকে জোগাড় করে দিন।

সর্বদা মনে রাখুন, আপনার সন্তান আপনার কাছে রবের দেওয়া আমানত। দুদিন পরে হয়তো সে আপনার ঘর ছেড়ে চলে যাবে। সুতরাং যে কটা দিন আপনি পান তার সঠিক প্রতিপালন ও তারবিয়তে প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ দিন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কিছু সময় কিছু মনোযোগ তাকে দিন। তাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি পড়তে চেষ্টা করুন। তার ব্যক্তিত্ববোধ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। এসবে লাভ আপনারই। এগুলো তার চরিত্রের সভ্যতা ও আদর্শিকতা নির্মাণের উপাদান। তাকে গড়ে তুলতে বিষয়গুলো আপনাকে কাজে দেবে।

মনে রাখবেন, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক কেন, একদিন কোনো না কোনোভাবে তা উতরে যাবেন। যদি কখনো আনন্দ-ফুর্তির সুযোগ পান সেটা তাদের সাথে ভাগাভাগি করুন। আজ আপনি তাদের সাথে আছেন কাল ওরা কেউ থাকবে না। সুতরাং সবাইকে নিয়েই জীবন উপভোগ করুন। তাদেরকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা ঝেড়ে ফেলুন। তাদের ব্যাপারে উদাসীন হলে অকল্পনীয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে! লজ্জাজনক কোনো অধ্যায় রচিত হতে পারে!

আরবের একটি প্রবাদ রয়েছে—'শিশুই মানুষের বাবা।' একথার অর্থ কী?

---

[৩] সহিহ মুসলিম।

[৪] তারিখু মাদিনাতি দিমাশক-ইবনি আসাকির। ২২/২৩৮

অর্থ হলো—প্রতিটি শিশুর মাঝে ভবিষ্যতে পৌরুষের সব আলামতই ফুটে ওঠে। অথবা শৈশবের প্রতিটি বিষয় আমাদের পৌরুষ জীবনের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাচেতনার বড় একটি অংশ প্রস্তুত করে দেয়।[২]

ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'যে শিশুকে ছেলেবেলায় নিজের মতো করে ছেড়ে দেওয়া হয়, সাধারণত এ ছেলেরা চরিত্রহীনতা নিয়েই বড় হয়। হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা, চুরি, লাম্পট্য, ব্যক্তিত্বহীন, তরলতা, হাসিঠাট্টার মানসিকতা হয়ে যায় তাদের স্বভাবদোষে। সঠিক প্রতিপালনই কেবল এগুলো প্রতিরোধ করতে পারে।'

পাশাপাশি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বাবা-মায়ের উচিত তাদের আত্মসম্মানবোধের সামনে বিনত হওয়া। ভাঙা ভাঙা শব্দে শিশুটি দুটো কথা বলছে তাতে রয়েছে রাজকীয়তার ছাপ। যে শিশুটি আজ আপনার কোলে নীরবে ঘুমুচ্ছে, সে নিজেই একটা ভবিষ্যৎ। যে শিশুটি পাড়ায় পাড়ায় দুরন্তপনা আর খেলাধুলায় মত্ত, সে শিশুটিই আগামীর ইতিহাস।

আমার প্রিয় বন্ধু ও উস্তাদ আদনান সাবিয়ি বলেন—মুখে তো আপনারা সবাই বলেন, আপনার সন্তান আপনার কাছে সবার চেয়ে দামি অথচ উচিত হলো একথা কাজ ও আচরণে প্রকাশ করা। আপনারা খেয়াল করবেন, অনেকেই এমন আছেন—অপরিচিত মানুষকে খুশি করতে কত চমৎকার সব শব্দ আর পরিশীলিত বাক্যের কসরত চালান অথচ স্ত্রী-সন্তানদের ক্ষেত্রে তার সিকিভাগও প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করেন না।

কবি বলেন—

'মানুষের সবচে উত্তম প্রাপ্তি হচ্ছে সভ্যতা ও সুন্দর প্রশংসা/সুখে হোক বা দুঃখের দিনে এসব অর্জন টাকা-পয়সা, দিনার-দিরহামের চেয়ে অনেক কার্যকরী। এসব তো আসে আর যায়। কিন্তু ধার্মিকতা আর সভ্যতার ফলাফল চির অম্লান।'

আমি চেষ্টা করেছি এই বইতে এযুগ সেযুগের যারা সফল অভিভাবক ছিলেন তাদের জ্ঞানের সন্নিবেশ ঘটাতে। কোলেপিঠে করে ২০টি বছর নিজ সন্তানদের পেছনে ব্যয় করা পরিশ্রম আর পোড়খাওয়া লোকদের অভিজ্ঞতার নির্যাসও জমা করেছি বইটিতে।

---

[২] উজমাউ ফি তুফুলাতিহিম—ডক্টর আল মুনসি কিনদিল।

তবে এসবের মানে এই নয় যে সকলেই অভিজ্ঞ বা মুরুব্বিদের সব পরামর্শ-দিকনির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালনে সফল হয়ে যাবেন। অনেকেই দেখা যাবে সব জানার পরেও একজন আদর্শ পিতা বা মাতা হওয়ার জন্য যে ধৈর্য আর সহ্যক্ষমতার প্রয়োজন, সেখানে তিনি হেরে যাচ্ছেন। তাই বলে কি থেমে থাকা যাবে? না, বরং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সর্বোত্তম বিষয় অর্জনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। নিজের ব্যক্তিত্বকে শাণিত করা। আচার-ব্যবহার মননশীল ও মার্জিত করে নেওয়া। তাহলে অটোমেটিক আমাদের সন্তানরাও হয়ে উঠবে শুদ্ধ চিন্তার অধিকারী। প্রতিটি বিষয়ে সৌন্দর্যের পূজারি। তাদের আচার-আচরণে ফুটে উঠবে মননশীল আকাঙ্ক্ষা ও অভিরুচি।

হে আল্লাহ, আপনি তো জানেন বক্ষ্যমাণ বইটি রচনার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল সন্তান লালন-পালনে মা-বাবাদের ন্যূনতম সাহায্য করা। উত্তম আদর্শ ও মার্জিত আচরণের পথ দেখিয়ে দেওয়া। এতে যদি আমি কিছুটা সফলও হই তবে সেটা আপনার একান্ত অনুগ্রহ। আর যতটুকুতে ব্যর্থ হয়েছি ততটুকু আমার ভুল আর উদাসনীতা।

ওয়া মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ

—ড. হাসসান শামসি পাশা
হিমস, ১০ জমাদিউল উলা, ১৪২১ হিজরি, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

সূ চি প ত্র

সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা-২৭

এক. সন্তান প্রতিপালনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ২৭
দুই. প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব ২৮
তিন. মাতৃত্বের দায়িত্ব ২৯
চার. পিতামাতার আচরণ, সন্তানের ব্যক্তিগত ও মানসিক সমস্যা ৩০
পাঁচ. মাতাপিতার ঝগড়া ৩১
ছয়. পিতামাতার সিদ্ধান্তহীনতা ৩২
সাত. সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠুন ৩৩
আট. শাসন ও ভালোবাসা ৩৩
নয়. শিশুদের নানা প্রশ্ন ৩৪
দশ. একজন নীতিবান ও সুবিবেচক বাবা হয়ে উঠুন ৩৫
এগারো. সন্তানের জন্য আদর্শ হয়ে উঠুন ৩৫
বারো. প্রতিটি আচরণ হবে ধীরেসুস্থে দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে ৩৬
তেরো. 'না' বলবেন কখন? ৩৬
চৌদ্দ. যৌক্তিক বিষয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দিন ৩৭
পনেরো. ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিন ৩৭
ষোলো. প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করা ৩৮
সতেরো. মাতৃগর্ভে নতুন মেহমান, সন্তানের ঈর্ষা ৩৯
আঠারো. শিশুরা কি নিষ্ঠুর হতে পারে? ৩৯
উনিশ. নয় অপচয়, নয় কৃপণতা ৪০
বিশ. ভ্রমণ ও শিশু ৪০
একুশ. বন্ধু নির্বাচন ৪১

বাইশ. অনেক সময় দাদা-দাদি এমন সব বিষয় সামালতে পারেন, যা বাবা-মাও পারেন না, তার কারণ কী? ৪২
তেইশ. কাজের লোকের কাজ কী? ৪৪
চব্বিশ. টেলিভিশনের আসক্তি কীভাবে কমাবেন? ৪৬

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস-৪৭

এক. সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ৪৭
দুই. সন্তানকে নিঃসংকোচে কথা বলতে অভ্যস্ত করে তুলুন ৪৮
তিন. সন্তানের কথা শ্রবণের ক্ষেত্রে করণীয় ৪৯
চার. শিশুর মনমেজাজ ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন ৫১
পাঁচ. সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন ৫৩
ছয়. সন্তানকে উৎসাহ দিন ৫৪
তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং জোরজবরদস্তি পরিহার করুন ৫৫
সাত. নিন্দা-তিরস্কার পরিমিতিবোধ বজায় রাখুন ৫৫
আট. তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অভিনিবেশ সহকারে শুনুন ৫৬
নয়. আপনার শিশুকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা দিন ৫৭
কীভাবে আমরা শিশুদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলব ৫৮
দশ. সফলতাকে তার অভ্যাসে পরিণত করে দিন ৫৯
এগারো. সন্তানের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করুন ৬০
কিছু বাস্তব অভিযোগ ৬০
সন্তানের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে কিছু নির্দেশনা ৬১
বারো. পকেট খরচ ৬২
তেরো. শিশুর আহ্লাদ নিয়ন্ত্রণ করুন ৬৩
চৌদ্দ. আত্মসংযম ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দিন ৬৩
শিশুদের তিনটি জিনিস থেকে বিরত রাখতে হবে ৬৪
পনেরো. আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের মাঝে ইনসাফ রক্ষা করো ৬৪

শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদন-৬৫

এক. শিশুদের খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা ৬৫
দুই. অভিভাবকদের জন্য কিছু কথা ৬৬
তিন. ইসলামে শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদন ৬৮

শিশুদের মাঝে মারামারি-গণ্ডগোলের স্বভাব পরিবর্তনে জরুরি কথামালা-৭০

এক. শিশুদের মাঝে মারামারি-গণ্ডগোলের স্বভাব চলে এলে তার সমাধান ৭০
দুই. ছেলেমেয়ে ঝগড়াঝাটি-মারামারিতে লিপ্ত হলে সমাধান কী? ৭১
তিন. গাড়ির ভেতর বাচ্চারা ঝগড়া শুরু করলে কী করবেন? ৭৩
চার. সন্তানদের মাঝে সমবণ্টন ৭৪
পাঁচ. সমবয়সীদের পরস্পর বিভেদ বা অবাধ্যতা ৭৫

শিশুদের কান্নাকাটি-৭৬

এক. শিশুদের কান্নাকাটির কারণ ৭৬
দুই. কান্নাকাটির স্বভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিছু নসিহত ৭৭

শিশুদের স্নায়বিক (Neurosis) আচরণের প্রতিকার-৭৯

এক. শিশুদের স্নায়বিক (neurological disorderd) ও জেদি হয়ে ওঠার কারণ কী? ৭৭
দুই. স্নায়ুবিক জটিলতায় (neurological disorde) আক্রান্ত হয়েছে বুঝবো কীভাবে? ৮২
অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া (Fidgeting) ৮৩
তিন. স্নায়ুবিক জটিলতার (neurological disorder) প্রতিকার কী? ৮৩
চার. বদমেজাজ বা খিটখিটে স্বভাবের শিশুদের ক্ষেত্রে কী করণীয়? ৮৪
পাঁচ. শিশু নিকেতনে গিয়ে জিদ করলে কী প্রতিকার ৮৫

সন্তান অবাধ্য হয়ে উঠলে কী করণীয়?-৮৬

এক. শিশু অবাধ্য হওয়ার নেপথ্যে ৮৬
দুই. বাচ্চারা বাবা-মায়ের আদেশ মানতে চায় না কেন ৮৭
তিন. শিশুদেরকে অন্ধ আনুগত্য-অনুসরণে বাধ্য করা যাবে না ৮৮
চার. শিশুদের আচরণগত সমস্যাগুলোর সমাধান ৯০

পুরস্কার-প্রতিদান দেওয়ার পদ্ধতি-৯১

এক. পুরস্কার বা শাস্তি প্রদানের গুরুত্ব ৯১

দুই. শাসন বা পুরস্কারের কিছু নীতিমালা ৯৪

শিশুদের শাসন-পদ্ধতি-৯৫

শাসনে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক? ৯৫
এক. শিশুদের ভুল সংশোধনের পদ্ধতি : ইমাম গাজ্জালির নসিহত ৯৬
দুই. শাস্তির প্রকার ৯৮
তিন. শাসনে 'এক্সক্লুশন' (Exclusion) বা 'টাইম আউট' পদ্ধতি ১০০
শিশুদের দৃষ্টিতে 'এক্সক্লুশন' পদ্ধতি ১০১
দুই থেকে বারো বছর বয়সী শিশু ১০১
যেসব ক্ষেত্রে 'এক্সক্লুশন' কার্যকরী নয় ১০২
এক্সক্লুশনের সময় শাসনের জন্য যেকোনো একটি বা দুটি বিষয় ঠিক করে নিন ১০২
'এক্সক্লুশন' সিস্টেমের প্রয়োগ বিন্যাস ১০২
চার. শাস্তির শর্তাবলি ১০৩
পাঁচ. শাস্তির কিছু পদ্ধতি ১০৫
ছয়. মারধর বা পিটুনি ১০৬
সাত. মায়ের ক্রোধ সংবরণে কিছু কথা ১০৬

এক মিনিটের প্রতিপালন-১০৮

[One Minute Breeding]

এক. এক মিনিটে তাকে নিন্দা-তিরস্কার সেরে ফেলুন ১০৮
দুই. এক মিনিটের প্রশংসা ১১১
তিন. এক মিনিটের পরিকল্পনা ১১২
চার. সন্তান লালন-পালনে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি টিপস ১১২

শিশু ঘুমাতে যেতে না চাইলে কী করণীয়?-১১৪

শিশু খাবার খেতে না চাইলে কী করণীয়?-১১৬

শিশুর সংকোচ বা জড়তা কাটিয়ে ওঠার উপায় কী?-১১৯

এক. সংকোচ বা জড়তা দুই ধরনের হয়ে থাকে— ১১৯
দুই. Avoidant personality disorder বা আত্মরতিমূলক ব্যক্তিত্ব ব্যাধির উল্লেখযোগ্য সিমটম ১১৯
তিন. সংকোচ বা জড়তার কারণসমূহ ১২০
চার. শিশুর সংকোচ ও জড়তার সমাধান কী ১২১

[শিশুদের ভয় (Pedophobia)]-১২৩
এক. ভয়—দুই প্রকার ১২৩
দুই. ভীতি সঞ্চারক বস্তুর প্রকারভেদ ১২৪
তিন. অনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভীতি সঞ্চারক বস্তু ১২৫
চার. অন্ধকারের ভয় ১২৭
পাঁচ. শিশুর ভয় দূর করবেন যেভাবে ১২৭

আপনার শিশু ঠিকমতো শব্দ উচ্চারণ করতে না পারলে কী করণীয়?-১৩০
এক. সমস্যার উৎস ১৩০
দুই. সমাধান ১৩১
তিন. শিশুদের বাচনিক উৎকর্ষ অর্জনে সহায়তা করুন ১৩২
চার. শিশুর তোতলামির সমাধান ১৩২

শিশুর স্কুলগমন-১৩৫
এক. স্কুলে প্রথম দিন ১৩৫
সুতরাং স্কুলের প্রথম দিন যে কাজগুলো আপনার করতে হবে ১৩৫
দুই. স্কুলের পরিবেশে মিশে যাওয়া ১৩৭
তিন. অল্প বয়সে স্কুলে যাওয়া ১৩৭
চার. ভিনদেশি ভাষা শেখাতে তাড়াহুড়ো ১৩৮

শিশু মিথ্যাসক্ত হয়ে উঠলে কী করণীয়?-১৩৯
এক. আদর্শ শিক্ষা ১৩৯
দুই. শিশুরা কেন মিথ্যা বলে ১৪০
তিন. শিশুদের মিথ্যার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উপায় কী? ১৪১

কিশোর অপরাধ-১৪৩
এক. কিশোর অপরাধের কারণ ১৪৩
দুই. শিশুর চুরির স্বভাব সংশোধনে কী করণীয়? ১৪৩

শিশুকে মহান প্রভুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন-১৪৭

এক. শুদ্ধ আকিদার পাঠ ১৪৭
দুই. শিশুকে আমল-ইবাদাতে অভ্যস্ত করে তুলুন ১৫২
তিন. শিশুকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও মুখস্থকরণ ১৫৩
চার. শিশুরা কী কী মুখস্থ করবে ১৫৪
পাঁচ. শিশুর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি-বিশ্বাস নষ্ট করে দেবেন না ১৫৫
ছয়. চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ও ধর্মীয় অনুশাসন ১৫৬
শিশু যদি প্রশ্ন করে বসে—কেন আমরা ফকিরকে আমাদের টাকা দিয়ে দিই? ১৫৭
শিশু যদি প্রশ্ন করে—বাবা! আল্লাহ কে? ১৫৭

শিশুদের গল্প-ঘটনা-১৫৮

এক. শিশুদের ওপর গল্প-কাহিনির প্রভাব ১৫৮
দুই. এসব চরিত্রবিধ্বংসী গল্পের কি কোনো বিকল্প নেই? ১৫৯
তিন. এই গল্পগুলো থেকে শিশুকে দূরে রাখুন ১৬২
চার. গল্প শোনাতে শোনাতে ঘুম পাড়ানো ১৬২

শিশুকে ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ শিক্ষা দিন-১৬৪

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক ১৬৪
দুই. আমানতদারি ১৬৫
তিন. সাহস জোগানো বা প্রশংসা করা ১৬৬
চার. উত্তম আচরণ শেখানো ১৬৬
পাঁচ. আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ১৬৭
ছয়. মধ্যমপন্থা ও শৃঙ্খলা ১৬৯
সাত. নিষ্ঠা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ১৬৯
আট. অঙ্গীকার পূর্ণ করা ১৭০
নয়. শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ ১৭০
দশ. আন্তরিকতা ১৭১
এগারো. নিঃস্বার্থতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা ১৭২
বারো. ভদ্রতা ১৭২
তেরো. ইনসাফ ও সমতাবিধান ১৭৩

শিশুকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন-১৭৪

এক. আদর্শিকতার মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষাদান ১৭৪
দুই. মজলিসের আমানত ১৭৫
তিন. আপনার শিশুকে রুচিশীল ও অভিজাতরূপে গড়ে তুলুন ১৭৫
চার. শিশুদের জন্য মোবাইল-ফোনের আদব-কায়দা ১৭৬
পাঁচ. শিশুকে খাবারের সময় লক্ষণীয় ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দিন ১৭৭

বয়ঃসন্ধিকালীন প্রতিপালন-১৭৮

এক. বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষাদানে বাবা-মায়ের দায়িত্ব ১৭৮
দুই. বয়ঃসন্ধিকালের যৌন কৌতূহল ১৭৯

বয়ঃসন্ধিকালীন আচরণ-১৮০

এক. বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ, পিতামাতার করণীয় ১৮০
দুই. বয়ঃসন্ধিকাল, সংসর্গের অনুভব ১৮৫
তিন. বয়ঃসন্ধিকাল ও নিরাপত্তাবোধ ১৮৭
চার. নবকিশোর এবং ইবাদত ও দ্বীনদারি ১৮৮
পাঁচ. নবকিশোর সন্তানের দ্বীনদারি বৃদ্ধির উপায় ১৮৮
ছয়. বয়ঃসন্ধিকাল ও যৌনতা ১৯০
সাত. শিশুর অন্তরে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে দিন ১৯২
আট. নবকিশোর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ১৯৩
নয়. নবকিশোর সন্তান যদি সকালে ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তাহলে কী করবেন? ১৯৫
দশ. নবকিশোর বালকের সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা ১৯৫
এগারো. আপনার সামনে প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কোনো বিষয় আপনার চোখে পড়ে গেলে কী করণীয়? ১৯৬
বারো. ১৬ বছরের বালক ড্রাইভিং করতে চাইলে কী করণীয়? ১৯৭
তেরো. বাবা-মায়ের জন্য কিছু কথা ১৯৭

সন্তান!
যার মাঝে রয়েছে
আপনার বেঁচে থাকার
হাজারও প্রশ্ন...

সন্তান প্রতিপালন এমন একটি
ব্যবহারিক বিদ্যা বা শাস্ত্র, যার রয়েছে

সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা

এক. সন্তান প্রতিপালনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা

এক. সন্তানের অনেক পিতা বা বাবা আছেন, যারা সন্ধ্যায় ঘরে ফেরেন ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীর নিয়ে। নেতিয়ে পড়া দেহ নিয়ে ছেলে-মেয়েদের খোঁজখবর নেওয়ার ইচ্ছে তখন আর থাকে না। এদিকে সারাদিন ওদের পেছনে খাটাখাটুনি করে মা-ও বিছানায় এলিয়ে দেন তার অবসাদগ্রস্ত ধড়টা। তার এখন দরকার প্রিয় স্বামীর একান্ত সান্নিধ্য, একটুখানি প্রেমের পরশ, আদর-যত্ন আর মমতা-সোহাগ।

এ সময় মায়ের কোল থেকে সন্তানকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বাবা যদি একটু ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দেন, তাহলে পারস্পরিক বন্ধনের সেতুগুলো সহজে পূর্ণতা পায়—

এক. বাবা ও সন্তানের মাঝে ঐশ্বরিক তথা জৈবিক বন্ধন তরতর করে বেড়ে ওঠে।

দুই. এর মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতিও আন্তরিকতা ও গুরুত্ববোধ প্রকাশ পায়। ঘর সামলাতে সারাদিন যে ধকল তার পোহাতে হয়, তারও মূল্যায়ন করা হয়ে যায়।

তিন. সবচেয়ে বড় কথা হলো—স্ত্রীর কাছে তখন মনে হয় স্বামী আমার সন্তান হওয়ার আগে যেমন ভালোবাসতো, এখনও তেমনি ভালোবাসে। গুরুত্ব দেয়। কেয়ারিংয়ে ভাটা পড়েনি তার এতটুকুও।

আবার কিছু বাবা তো এমন আছেন, যারা সারাদিন অফিসে পড়ে থাকেন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কোনোমতে নাকে-মুখে দুয়েক গাল খেয়ে ভোঁ দৌড়। সেই গেছে তো গেছে, ফেরার নামটিও নেই। ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী ঘরে পড়ে আছে—আর সে জমে আছে বন্ধুদের

সঙ্গে আড্ডায়। কিছু বলতে গেলে জবাব দেয়—শোনো! এটি কিন্তু আমার বিয়ের আগের অভ্যাস! ইচ্ছে করলেই বন্ধুবান্ধব ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে পারি না।

তার যে নতুন একটা সংসার হয়েছে, ঘরে নতুন মেহমান এসেছে, সামনে এখন কত দায়িত্ব, পটে পটে এখন কত বৈচিত্র্য; এখন সে একজন বাবা। দুজনে মিলে সংসারটাকে নিপুণভাবে পরিকল্পনা করে এগিয়ে নিতে হবে। নিজেকে এখন পরিবর্তন করা দরকার— এসব কথা সে বেমালুম ভুলে যায় নাকি ভুলে যাওয়ার ভান করে, সেটা আল্লাহ মাবুদ ভালো জানেন!

অনেক সময় সংসারে বাবা ছেলেমেয়েদের সামনে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশে সংকোচবোধ করে। স্ত্রীকে এটাও খুব খেয়াল রাখতে হবে। এই সংকোচ দূর করতে—তার মানসিক চাহিদাগুলো পরিপূর্ণরূপে সরবরাহ করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। এই যেমন —ঘরে ঢুকতেই সালাম-কালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো বা তার খাবার-গোসল-জামা-কাপড়ের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ধীরে-সুস্থে মার্জিত উপস্থাপনে খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

—আরে! বেটা মানুষেরা সন্তান মানুষ করার কী বুঝে—এসব বলে পিতা আর সন্তানের মাঝে কখনোই দূরত্ব সৃষ্টি করা যাবে না।[১]

দুই. প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব

মনে রাখতে হবে, সন্তান লালন-পালনের সব দায়দায়িত্ব পিতামাতা উভয়ের ওপরেই বর্তায়। সন্তান লালন-পালনে শুধু বাবার ওপর অসহযোগিতার অভিযোগ চাপালেই হবে না, বরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সহযোগিতার সকল ব্যবস্থাপনা তার জন্য প্রস্তুত করে দিতে হবে।

সন্তানদের শাস্তি-শাসনের ক্ষেত্রে স্বামীর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। এমনটি চলতে থাকলে একটা সময় সন্তানের মস্তিষ্কে বাবা অপরাধ দমনকারী পুলিশের আকৃতিতে চিত্রিত হয়ে যাবে। শেষতক মত-চাহিদার দূরত্ব ব্যতীত উভয়ের মাঝে আর কোনো বন্ধন বাকি থাকবে না।

একইভাবে সন্তানদের নিয়ে বাবা-মায়ের দ্বন্দ্ব-বিবাদের কুফল সম্পর্কে তাদের সজাগ থাকতে হবে। এটি উভয়ের কর্তৃত্বকে কিছুটা হলেও শিথিল করে দেয়। সন্তানরা একে সুযোগ হিসেবে বেছে নেয়। এমনকি এটি সন্তানকে ভুলের অতলে ডুবে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয়। সন্তানকে বোঝাতে হবে, পিতামাতা—উভয়ের কর্তৃত্ব একই। বিশেষ

[১] তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম সা'ব।—মুনির আমের ও শরীফ আমের

করে বাবা-মায়ের বিবাদ যদি সন্তানের সামনেই হয়, তাহলে এর প্রভাব আরও মারাত্মক ক্ষতিকর। সন্তানের হতাশা আর পেরেশানি বাড়িয়ে দেয়। অনেক পরিবার আছে, যেখানে একজন আরেকজন সম্পর্কে সন্তানের মনে বৈরী মনোভাব গেড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এর চেয়ে মন্দ কাজ আর কী হতে পারে। একটি ঘরে যেন হাজারটা শত্রুর বসবাস।

আবার অনেক বাবা আছেন, যারা সন্তানের দীক্ষা বলতেই বোঝেন—কঠোরতা, মারধর আর 'ওম' ধরে থাকা। ঘরে ঢুকতেই ভ্রু আর কপালের ক্রোধরেখা পরিণত হয় ভয়ংকররূপে। যেন প্রতিশোধের অনলে পুড়ছেন বা এখনই শত্রুর ওপর হামলে পড়বেন!

এর ফলাফল কী হয়?

সন্তান বাবা থেকে দূরে সরে যায়। বাড়ির সবাই চুপচাপ ঘরের কোণাকাঞ্চিতে পালিয়ে থাকতে চায়। এটি তার প্রতি সম্মান বা লজ্জাবোধের কারণে নয়, বরং তার খিটখিটে মেজাজ আর বদ রাগের ভয়ে। এটি সন্তান প্রতিপালন-নীতির সম্পূর্ণ বহির্ভূত আচরণ। ইসলাম মোটেই এসবকে সমর্থন করে না।

আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন—যেসব ছাত্র, গোলাম বা খাদেমের তরবিয়ত কঠোরতার আর ঝাড়িঝুড়ির ওপর দিয়েই গঠিত হয়, কঠোরতা তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। মন ছোট হয়ে যায়। কাজের উদ্যম হারিয়ে যায়। অলসতা তাদেরকে পেয়ে বসে। কখন জানি হঠাৎ করে ক্রোধের খড়্গ নামে—এই ভয়ে ধীরে ধীরে মিথ্যা আর অসৎ পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। এসব তার সামনে ধোঁকা আর প্রবঞ্চনার পথ খুলে দেয়।[২]

তিন. মাতৃত্বের দায়িত্ব

সন্তান শাসন-প্রতিপালনের প্রথম দিকের সময়গুলোতে অমনোযোগিতার প্রায়শ্চিত্ত সারাজীবনেও শেষ হয় না। পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়—পারিবারিক কাঠামো সেখানে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অভিভাবকদেরই নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী ট্রেল পল পারিবারিক সমস্যাগুলোর ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমেরিকার কোনো কোনো স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থার অধোগতি পরিবার-ব্যবস্থাপনার ওপর চরম প্রভাব ফেলছে। এখানে সামান্য কিছু পরিবার আছেন, যেখানে

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা : ১০৪৩- দারুল কুতুবিল জিবনানী—(ঈষৎ পরিবর্তিত)

বাবা-মা উভয়ে সংসার দেখভাল করেন। আর অসংখ্য পরিবার আছেন, যেখানে বাবা হোক বা মা—সংসারের পুরো দায়দায়িত্ব তার একার ওপর থাকে।'[৩]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ ডি ভোস (George A. De Vos) বলেন, 'সন্তান গড়ে তুলতে জাপানি নারীদের গুরুত্ববোধ ও প্রভাব খুবই সুদৃঢ়। কারণ, তারা সন্তানের শিক্ষার বিষয়টিকে একমাত্র তার দায়িত্ব বলে মনে করে। স্কুলের সময়টাকে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর সন্তানের দেখভাল তো জন্মের পর থেকে শুরু হয়ে যায়।'[৪]

চার. পিতামাতার আচরণ, সন্তানের ব্যক্তিগত ও মানসিক সমস্যা

অনেক সময় মাতাপিতার কিছু কিছু আচরণ সন্তানকে চারিত্রিক ও মানসিক সমস্যায় ফেলে দেয়। এমন কয়েকটি নিচে উল্লেখ করছি—

এক. কর্তৃত্বের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ। অর্থাৎ সন্তানকে অধিক শাসনে রাখা। তার ছোটবড় সব কাজে নজরদারি করা। এটি তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দেয়। এমনকি মানসিকতা বিকৃত করে দিতে এর প্রভাব অনেক বেশি।

দুই. অতিরঞ্জিত ভালোবাসা অর্থাৎ সন্তানের সকল কাজ অভিভাবক নিজেই করে দেন। কিছু চাইলেই তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দেওয়া। এটি তার আত্মনির্ভরশীল মানসকে নষ্ট করে দেয়।

তিন. উদাসীনতা বা বেখেয়ালিপনা। অর্থাৎ কোনো কাজে সফল হলে পুরস্কৃত করা বা উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা। আবার কোনো অপরাধ করলে বা ব্যর্থ হলে শাস্তি বা শাসন পরিত্যাগ করা।

চার. অতিরিক্ত আহ্লাদ, সন্তান যা চায় তা-ই পূরণ করা। এর কারণে সন্তান বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

পাঁচ. অনিয়ন্ত্রিত কঠোরতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবক সন্তানকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দিতে গিয়ে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করে ফেলেন, যার কারণে সন্তান হয়ে পড়ে ভীতু কিংবা হতাশাগ্রস্ত।

---

[৩] (দি প্লেইন ট্রুথ (The Plain Truth) ম্যাগাজিন অক্টোবর ১৯৮৭ সংখ্যার সূত্রে 'আল বয়ান' ম্যাগাজিন নবম সংখ্যা। দি প্লেইন ট্রুথ একটি দাতব্য মাসিক পত্রিকা। সাতটিরও অধিক ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং প্রতি সংখ্যায় প্রায় বিশ মিলিয়ন কপি ফ্রি বিতরণ করা হয়।)

[৪] 'আল বয়ান' ম্যাগাজিন নবম সংখ্যা